সুখী পরিবার গঠনে স্ত্রীর ভূমিকা

# দ্য কেয়ারিং ওয়াইফ

মোঃ মতিউর রহমান

“তাঁর আরেকটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের দ্বারা প্রশান্তি লাভ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া দান করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।”

সূরা: রূম, আয়াত: ২১

প্রচ্ছদ : আল মামুন
01816 118066

সুখী পরিবার গঠনে স্ত্রীর ভূমিকা

# দ্য কেয়ারিং ওয়াইফ

মোঃ মতিউর রহমান

মিফতাহ প্রকাশনী

# উৎসর্গ

আমার মমতাময়ী মা'কে-
মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার দরবারে
আমার মায়ের দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।
আল্লাহ যেন তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে
কল্যাণ দান করেন। আমিন

*-মোঃ মতিউর রহমান*

# লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার প্রতি; যিনি আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। লাখো কোটি দরূদ এবং সালাম প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি।

*নারী তুমি সৃষ্টির সেরা, অবনীর নীর/যেন গোলাপে গঠিত ভেতর ও বাহির!* কত যত্ন করে অপূর্ব সুন্দর রুপে অনুপম গুনাবলীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নারীকে পুরুষের সঙ্গীরুপে সৃষ্টি করেছেন। সেই আদি থেকেই মহান আল্লাহ তাআলা নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি নারী ও পুরুষের সুন্দর কাঠামোতে অবয়ব ও বৈশিষ্ট্যগত কিছু ভিন্নতা দান করেছেন। কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহর কাছে নারী বা পুরুষ বলে আলাদা কিছু নেই; পুরুষের বেশি মর্যাদা আর নারীর কম মর্যাদা এমনটি নয়।

পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পোশাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, পোশাকের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক যত নিবিড় আদর্শ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ঠিক ততটাই নিবিড়। ইসলাম নারী জাতিকে যথাযথ অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে। আর দ্বীনি পরিবারে নারী ও পুরুষ উভয়ে নিজ নিজ বলয়ে একে অপরের বন্ধু ও সাথী হয়ে সমাজ-সংসারে যৌথভাবে কাজ করে।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র কল্যাণময় জীবন বিধান। জীবনের অন্য সকল দিকের ন্যায় পরিবার ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও ইসলামের রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। একজন পুরুষ ও একজন নারী কীভাবে দাম্পত্য জীবন শুরু করবে, তাদের একের প্রতি অন্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও অশান্তি দেখা দিলে কিভাবে তার নিষ্পত্তি করবে ইত্যাদি সকল বিষয়েই ইসলাম দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এই বইটিতে সুখী পরিবার গঠনে একজন স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সহজ ভাষায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'*দ্য কেয়ারিং ওয়াইফ*' নামক এই বইটি '*প্রিন্সিপল'স অব ম্যারিজ এ্যন্ড ফ্যামিলি ইথিক'স*' নামক ইংরেজি বইয়ের ছায়া অবলম্বনে নিজের মত করে লেখা হয়েছে। এই ছোট্ট বইটি যদি কোনো স্ত্রী অধ্যয়নের আওতায় রাখেন, আশা করা যায় তাঁর জীবন সুবিন্যস্ত হয়ে উঠবে এবং তিনি নিজের পরিবারকে সুশৃঙ্খল করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রেরণা পাবেন– ইনশাআল্লাহ।

একটি বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ সুখী পরিবার গড়ে তুলতে এই বইটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে– ইনশাআল্লাহ। সকলের পথচলা সুন্দর হোক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সিরাতুল মুসতাকিমের পথে অটল ও অবিচল রাখুন। আমীন।

মোঃ মতিউর রহমান
matiurrahman.ru@gmail.com
তাং : ০৫.০৮.২০২১ ঈ.

# প্রারম্ভিকা

প্রশংসা করছি মহান রাব্বে কাবার। অসংখ্য-অগণিত দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, পেয়ারে রাসূল; হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের-এর প্রতি।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সুখ, শান্তি , কল্যাণ, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা রয়েছে একমাত্র প্রিয় নবিজী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের-এর নির্দেশিত পথ ও পদ্ধতিতেই। যে পরিবারে দ্বীনদার স্ত্রী রয়েছেন; সে পরিবার বেশ সুখি। বর্তমান চাকচিক্যময় পৃথিবীর এ রঙ্গিন ভুবনে নারীদের অবাধ চলাফেরা এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসন নারীদের একবারে শেষ করে দিচ্ছে। এমন সময়ে রাসূলের নির্দেশিত পথ ছাড়া আমাদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজত করা অত্যন্ত কঠিন।

পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যত উত্তম ও মধুর হবে, দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তি তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। কুরআন এবং হাদিসও বলে– উত্তম স্ত্রী হলো তারা; যারা স্বামীকে যথাযথ সম্মান করে কারণ পরস্পরের প্রতি যথাযথ সম্মানই দুনিয়া ও পরকালের সফলতা লাভের উপায়।

তাছাড়া বিশেষত একজন স্ত্রীর কর্তব্য হলো– স্বামীর ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করার পাশাপাশি নিজেদের সতীত্ব রক্ষায় সতর্ক থাকা। স্বামীর উপস্থিত কিংবা অনুপস্থিতিতে এ দুটি কাজ স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কতটা গাঢ় তার প্রমাণ কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা

করেন– এভাবে 'তারা তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোশাকস্বরূপ।' –সুরা বাকারা : ১৮৭।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "চারটি গুণ দেখে নারীদের বিবাহ করা হয়- সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও দীনদারি। তবে তোমার হাত ধুলি ধুসরিত হোক, তুমি ধার্মিকতার দিক প্রাধান্য দিয়েই কামিয়াব হও।" –সহিহ মুসলিম: ১০/৩০৫।

সুতরাং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি সম্মান বজায় রাখা জরুরি। বিশেষ করে স্বামীর উপস্থিত ও অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় স্বামীর অধিকারগুলো রক্ষা করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সব স্বামী-স্ত্রীকে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবন-যাপন করার তাওফিক দান করুন। স্ত্রীদেরকে স্বামীর হকসমূহ যথাযথ রক্ষা করার মাধ্যমে দুনিয়া ও পরকালের সফলতা লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আলহামদুলিল্লাহ! চমৎকার এ বিষয়ের উপর লেখক ও চিন্তক; শ্রদ্ধেয় মোঃ মতিউর রহমান ভাই এই বইটি গ্রন্থনা করেছেন। বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি যথাসাধ্য ভালো করে দেখার চেষ্টা করেছি। বইটি এই সময়ে নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ন একটি গাইড। আশা করি– এই বইটি পাঠ করলে প্রত্যেক স্ত্রী-ই তার স্বামীর প্রতি যত্নশীল হবেন। আমি মন থেকে এই প্রত্যাশাই করছি। আল্লাহ তাআলা উক্ত বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট; লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠক; সবাইকে কবুল করুন।

**মুফতি নাজমুল ইসলাম কাসিমী**
*nazmulislamqasimi@gmail.com*

*তাং : ০৯.০৮.২০২১ ঈ.*

# ধারা বিবরণী


লেখকের কথা
প্রকাশকের কথা
প্রারম্ভিকা
বিয়ের উদ্দেশ্য : ১২
স্বামীর সাথে বসবাস : ১৮
সহৃদয়তা : ২০
স্বামীর সম্মান : ২২
অভিযোগ এবং সমাধান : ২৫
বিশ্বস্ত ও প্রশান্ত মনোভাব : ২৮
ভুল প্রত্যাশা : ৩০
সহানুভূতি প্রকাশ করুন : ৩২
প্রশংসা করুন : ৩৫
তার দোষ ধরতে যাবেন না : ৩৮
স্বামীকে নিয়েই সুখে থাকুন : ৪২
পর্দা করুন : ৪৫
আপনার স্বামীর ভুল ক্ষমা করুন : ৪৯
আপনার স্বামীর আত্মীয়ের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখুন : ৫১
স্বামীর পেশাকে সম্মান করুন : ৫৪
স্বামীর সাথেই থাকুন : ৫৯
যদি আপনার স্বামী বাড়িতে বসে কাজ করেন : ৬২
স্বামীর অগ্রগতি সাধনে সহায়ক হোন : ৬৫

স্বামীকে স্বাধীনতা দিন : ৬৮
সন্দেহপ্রবণ নারী : ৭২
নিন্দুকের কথায় কান দিবেন না : ৮২
সংসারে মায়ের চেয়ে স্বামীর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিন : ৮৬
বাড়িতে সুন্দর ও পরিপাটি থাকুন : ৯১
গোপনীয়তা রক্ষা করুন : ৯৫
তার নেতৃত্ব মেনে চলুন : ৯৭
মুখ গোমড়া করে থাকবেন না : ১০৩
স্বামীর রাগান্বিত অবস্থায় নীরব থাকুন : ১০৭
স্বামীর শখকে সম্মান করুন : ১১৩
গৃহকর্ম : ১১৫
ঘরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন : ১২১
একটি সুবিন্যস্ত গৃহ : ১২৫
খাদ্য প্রস্তুত করা : ১৩১
অতিথি আপ্যায়ন : ১৩৮
বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক : ১৪৬
মহিলাদের পেশা : ১৫০
অবসর সময় অপচয় করবেন না : ১৫৯
সন্তান প্রতিপালন : ১৬৩
আহার ও পরিচ্ছন্নতা : ১৬৯

# বিয়ের উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিশ্বাস, নৈতিকতার ভিত্তিতেই সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মাখলুকাত এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়– মানুষ সামাজিক ও নৈতিক জীব। এই মানুষকেই আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ নামক দুটি ভিন্ন রূপে সৃষ্টি করেছেন। তারা উভয়ে মিলে একটি পরিবার গঠন করবে এবং তার থেকে একটি সভ্যতার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীর সকল ধর্ম-বর্ণেই বিয়ে প্রথার প্রচলন আছে। তবে এর আনুষ্ঠানিকতা ও বাস্তবায়ন একেক ধর্মে একেক আঙ্গিকে। প্রায় সকল ধর্মেই এর গুরুত্ব সীমাহীন। ইসলাম তো একে ইবাদত হিসাবেই স্বীকৃতি দিয়েছে। সঠিক সময়ে বিয়ে করার বেশ কিছু ভালো দিক রয়েছে। যেমন–

১. বিয়ে করার মাধ্যমে একটি পরিবার গঠন করা সম্ভব। যেখানে যে কেউ মানসিক শান্তি খুঁজে পাবে। তার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে। আর অবিবাহিত ব্যক্তি ঠিক যেন নীড়হীন একটি পাখি। এক সময় সে জীবনের বাস্তবতায় হারিয়ে যায়। অপরদিকে পরিবার একটি আশ্রয়স্বরূপ; যা তাকে হারিয়ে যেতে দেয় না। বিবাহিত ব্যক্তি তার জীবনের সব সুখ-দুঃখ সহজেই সঙ্গীর সাথে ভাগ করে নেয়ার সুযোগ পায়।

২. যৌবনে পা দেয়া মাত্রই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার এবং বৈধভাবে এই চাহিদা পূরণের অধিকার প্রত্যেকের থাকা উচিত। তবে সেটা অবশ্যই হতে হবে সঠিক সময়ে। সঠিক সময়ে বিয়ে না করা ব্যক্তি সবসময় এক ধরনের শারীরিক ও মানসিক অশান্তিতে ভোগে। এসব শারিরীক ও মানসিক সমস্যার দরুন এক সময় প্রচণ্ড হতাশ হয়ে ওঠে। কোনো কাজে মনযোগী হতে পারে না। ফলাফল; জীবনে সফলতা থেকে সে অনেক পিছিয়ে পড়ে। তাই বিয়ে জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তরুণ সমাজের সিংহভাগই আজ বিয়ে থেকে দূরে।

৩. বিয়ের মাধ্যমে মানব জাতির ক্রমধারা অব্যাহত থাকে। একটি শিশু একদিকে যেমন বাবা-মার সব আনন্দ ও প্রশান্তির খোরাক হয়, অন্যদিকে সে তার পরিবারের ভিত্তি আরও মজবুত করে।

ইসলামে বিয়ে ও সন্তান ধারণ উভয়ের প্রতি বেশ জোর দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে–

> *অর্থ :* "তাঁর আরেকটি নিদর্শন এই যে– তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের দ্বারা প্রশান্তি লাভ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া দান করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।"[১]

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

> *অর্থ :* "আমি বিবাহ করেছি। যে আমার (এই) নীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার উম্মত নয়।"[২]

---

[১] সূরা রূম : ২১।

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫০৬৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৩৪০৩।

# পর্দা করুন

নারী ও পুরুষের পর্দার ব্যাপারে ইসলামে কতোগুলো বিধান রয়েছে, যা উভয়ের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। আবার এমন কতোগুলো বিধান রয়েছে যা বিশেষভাবে নারীর জন্যে প্রযোজ্য। কেননা– নারী জাতির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কোমল, সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে। প্রকৃতিগতভাবেই তারা মুগ্ধকর, আকর্ষণীয়, পছন্দনীয় ও ভালোবাসার পাত্রী।

স্বামী চায় স্ত্রীর মধুরতা, ভালোবাসা, রংঢং, সৌন্দর্য্য, হাসি-তামাশা, রসিকতা ইত্যাদি শুধুমাত্র সে-ই উপভোগ করবে। স্ত্রী অন্য পুরুষদের থেকে এসব লুকিয়ে রাখবে। পুরুষের মানসিক প্রকৃতিই এমন; এরা নিজের স্ত্রীর দিকে অন্যলোকের তাকানোটাও সহ্য করতে পারে না। তার স্ত্রীর সাথে অন্য লোকের ঘনিষ্ট সম্পর্ককে নিজের অধিকারের উপর আঘাত হিসেবে গণ্য করে। সে চায় তার স্ত্রী ইসলামী পর্দা পালন করুক, নারীর জন্যে ইসলামের সংবিধিবদ্ধ পোষাক পরিধান করুক।

একজন মুসলমান নারী ইসলামের আচার আচরণ ও নিয়ম-কানুন পালনের মাধ্যমে তার স্বামীর আইনগত অধিকার রক্ষা করে। যেকোনো সৎ পুরুষেরই স্ত্রীর এ ধরনের গুণাবলির প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকবে। নারীর সামাজিক আচার আচরণ যদি ইসলামিক আচার-নীতির ওপর গড়ে ওঠে